যুগান্তর

তারিখ 1 AUG 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন বৃদ্ধি

বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসংস্থানের জন্য বেশি সহায়ক বলে বিবেচিত। এ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় এ ধরনের শিক্ষাই বেশি উপযোগী।

সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঁচ হাজার আসন বাড়ানোর যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি সংকট কিছুটা হয়তো সামাল দেয়া সম্ভব হবে। তবে এরপরও অনেক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে না বলে আশংকা করা হচ্ছে। দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এমনিতেই সীমিত। প্রতিবছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে তা আরও সীমিত হয়ে পড়ছে। যদিও গতবারের তুলনায় এবার পাসের হার কম, তা সত্ত্বেও এবার ৫৮ হাজার শিক্ষার্থীর ভর্তি অনিশ্চিত বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। দেশে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলেও সীমিত আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীদের সেখানে ভর্তির সামর্থ্য নেই। তাছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মানসম্পন্ন বলে বিবেচিত হলেও তাদের ভর্তি ও টিউশন ফি মাত্রাতিরিক্ত। এটা ন্যায়সঙ্গত করার দাবি দীর্ঘদিনের। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসনের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বেশ কিছু ভুইফোঁড় বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছে, শিক্ষার মানের চেয়ে ব্যবসার প্রসারই যাদের লক্ষ্য। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ভর্তি সমস্যা নিরসনে অবদান রাখার পরিবর্তে শিক্ষার মানের অবনতিতে ভূমিকা রাখে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য এ ধরনের একটি আইন প্রণয়নের ঘোষণা দিয়েছেন। এটা যত দ্রুত প্রণীত হয় ততই মঙ্গল। সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসনসংখ্যা বাড়ানোর ফলে সাধারণ উচ্চশিক্ষার সংকট কিছুটা হয়তো নিরসন হবে, তবে পরবর্তী সময়ে তা কর্মসংস্থানে কতটা সহায়ক হবে, সেটিও ভেবে দেখার বিষয়। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে না পারলে সবার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে লাভ কি? উচ্চশিক্ষা মূলত মেধাবীদের জন্য অবারিত থাকা উচিত। শিক্ষামন্ত্রী নিজেও বলেছেন, উচ্চশিক্ষা বিশ্বের সব দেশেই 'সিলেকটিভ'। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসংস্থানের জন্য বেশি সহায়ক বলে বিবেচিত। এ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় এ ধরনের শিক্ষাই বেশি উপযোগী। বিদেশেও এর চাহিদা রয়েছে। একটা সময় ছিল যখন এইচএসসি পাস করার পর সবাই উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইত। এখন ধীরে হলেও এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কর্মসংস্থানের উপযোগী শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে অনেকেই। নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা আসন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করবে না। তবে এর পাশাপাশি দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে। এই খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে গড়ে তুলতে হবে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশে উচ্চশিক্ষার সুনাম আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু বাড়তি শিক্ষার্থী ধারণ করার অবকাঠামো ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে কি? দেশে উচ্চশিক্ষার মান কমছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা কেবল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানের দিক থেকে পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সে তালিকার ওপরের দিকে বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পাওয়া যায় না। এটা আমাদের জন্য গ্লানির বিষয়। অথচ এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মানের অবনতি কেন ঘটছে, সরকারকে তা খতিয়ে দেখতে হবে। শিক্ষা নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তাদের মাধ্যমে এর কারণগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার ওপর সভা-সেমিনারে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ সংক্রান্ত পরামর্শ নীতিনির্ধারকদের কাছে খুব কমই গুরুত্ব পেয়ে থাকে। শিক্ষা নিয়ে সব ধরনের অবহেলার মনোভাব বন্ধ হবে, এটাই প্রত্যাশা।